Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Health Care Worker
Length of the interview/discussion: 42 min. 40 sec.
ID: IDI_AMR205_SLM_HCW_Govt_U_28 Nov 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Female	58	S.S.C	Qualified prescriber	Qualified Practitioner (FWV)	33 Years	Bangali	

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম। আমি হচ্ছি এস এম এস। ঢাকা আইসিডিডিআরবি মহাখালি কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি। আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি, যেখানে বোঝার চেষ্টা করছি যে, মানুষ ও বাসাবাড়িসমুহে পশুপাখি যখন অসুস্থ হয়, তারা কি করে। পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় এবং এই অসুস্থতার জন্য তারা কোন এন্টিবায়োটিক নেয় কিনা। এবং আপনাদের কাছে যারা এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য আসে, তাদের কাছ থেকে আমরা আরো জানতে চাই যে আপনারা কিভাবে এন্টিবায়োটিকগুলা তাদেরকে দেন এবং এটা সেবনের পরার্মশ দিয়ে থাকেন। আপনার থেকে যেসব তথ্য নেওয়া হবে, এগুলা শুধুমাত্র গবেষনার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আইসিডিডিআরবিতে সর্ম্পূন গোপনীয়ভাবে এটা সংরক্ষন করা হবে। তো কেমন আছেন, আপা?

উত্তরদাতা:ভালো আছি।

প্রশ্নর্কতা:একটু জোরে বলতে হবে। তো ভালো আছেন, আপা? আপনি যদি প্রথমে আপনার নিজের সম্বন্ধে বিশেষ করে আপনি কি ধরনের কাজ করেন, আপনার দায়িত্ব কর্তব্য সর্ম্পকে বিস্তারিত বলেন।

উত্তরদাতা:আমাদেরতো আপনার ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর সাইডটাই বেশী বড় আরকি। আমরা সেটাকেই দেখি। যেমন, এনএসবি হচ্ছে, টিউবেকটমি হচ্ছে। কপারটি ইনজেকশন, হাতে ইমপ্লানল, তারপর পিল, কনডম এই আমরা দিই। আর জেনারেল পেশেন্ট কিছু আরকি শিশু আর সাধারন যেটা আমাদের কাছে ঐরকম আসে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কি মহিলা, শুধুমাত্র মহিলা, মা ও শিশু

উত্তরদাতা:হ্যা। শুধু মহিলা।

প্রশ্নর্কতা:পুরুষদের বা

উত্তরদাতা:না। পুরুষদের সাধারন পেশেন্ট আমরা

প্রশ্নর্কতা:আপনি কি হিসাবে আছেন এখানে?

উত্তরদাতা:এফডব্লিউভি হিসাবে আছি।

প্রশ্নর্কতা:ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর?

উত্তরদাতা:জ্বী।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো আপনাদের এখানে যে আপনারা ঔষধ সাপ্লাই পান, কিকি ধরনের ঔষধ আছে আপনার? গভমেন্ট থেকে সরকারিভাবে কি কি মেডিসিন সাপ্লাই পান?

উত্তরদাতা:মোটামুটি আমরা সবই পাই। যেমন, সিপ্রো, প্যারাসিটেমল, কট্রিম, এমোক্সিসিলিন, ডক্সিসাইক্লিন, আইব্রুপেন, ভুটাপেন, তারপর আপনার মেট্রোনিডাজল, রেনিটিড, এন্টাসিড, কৃমির ঔষধ এলবেন, তারপর বাচ্চাদের সিরাপ এমোক্সিসিলিন, কট্রিম, ড্রপ, প্যারাসিটেমল।

প্রশ্নর্কতা:আপনারা এন্টিবায়োটিক কি কি পান? এন্টিবায়োটিকগুলি একটু বলেন।

উত্তরদাতা:এইযে এমোক্সিসিলিন

প্রশ্নর্কতা:আর?

উত্তরদাতা:সিপ্রো, কট্রিম আর ডক্সিসাইক্লিন।

প্রশ্নর্কতা: ডক্সিসাইক্লিন। এই চারধরনের ইয়ে পান। এর বাইরে কি আর কিছু পান?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আর সাপ্লঅই নেই। তো আপনি যে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন, যখন লিখেন কোন প্রেসক্রিপশন দেন নাকি মৌখিকভাবে?

উত্তরদাতা:না। আমাদের প্রেসক্রিপশন না। আমাদেরতো শুধু যারা এনএসবি করেন এবং লাইগেশন করেন তাদের এই দুই ফরমই খাতাতে লিখে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:লেখা থাকে। মনে এটা কি

উত্তরদাতা:আলাদা কোন প্রেসক্রিপশন না।

প্রশ্নর্কতা:সুনির্দিষ্ট পেশেন্টের জন্য শুধু?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:উনাদের জন্য।

উত্তরদাতা:উনাদের জন্য।

প্রশ্নর্কতা:এর বাইরে যদি অন্য মা ও শিশু যদি দেখেন

উত্তরদাতা:মা শিশু আমাদের খাতা মেইনটেইন করতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক দেন কিনা তাদেরকে?

উত্তরদাতা:না। সেটা ডাক্তারের ইয়ে ছাড়া মানে মা ও শিশুদের এন্টিবায়োটিক আমরা দিইনা। এখানে ধরেন ডাক্তার আছে আমাদের এখানে। গাইনি ডাক্তার আছে। উনাদের কাছে পাঠাই। যদি উনারা লিখে দেয়

প্রশ্নর্কতা:উনারা তো আবার ডিজি হেলথের আন্ডারে। আপনারা ডিজি ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর আন্ডারে।

উত্তরদাতা:তারপরও যেহেতু এখানে আমরা যেহেতু হেলথ এর ইয়ে তে আছি। যেহেতু এখানে মহিলা ডাক্তারও আছে। আমাদের উনাদের কনসার্ন নেওয়াটা বেটার। বাচ্চারা অনেক সময় দেখা যায় এন্টিবায়োটিক খেলে সমস্যা হতে পারে। এজন্য অনেক সময় উনাদের কাছে পাঠাই। উনাদের ডাক্তাররা যা লিখে দেয়, সেটা লিখে দিলে পরে আবার আমরা এন্টিবায়োটিক ঔষধ দিয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:তখন দেন। আপনার কাছে যে চারটা বা তিনটা এন্টিবায়োটিক বললেন যে, আপনি পান সাপ্লাই। সে সাপ্লাইগুলো তো আপনার দেয়ার রাইট আছে। আপনি সেক্ষেত্রে দেন না?

উত্তরদাতা:হ্যা। সেক্ষেত্রে দিই। সাধারন পেশেন্টের ক্ষেত্রে ঐযে যেমন ঠান্ডা, কাশি, জ্বর ঠান্ডা নিয়ে আসলো। অনেক সময় একটু লিউকোরিয়া সমস্যা নিয়ে আসলে তাদের দিই।

প্রশ্নর্কতা:তাদেরকে দেন? লিউকোরিয়া, ঠান্ডা কাশি। এছাড়া আর কোন কারনে কি দেন বাচ্চাদেরকে?

উত্তরদাতা:হ্যা। বাচ্চাদের সিরাপ আছে।

প্রশ্নর্কতা:কি কি?

উত্তরদাতা:এমোক্সিসিলিন সিরাপ।

প্রশ্নর্কতা:কিজন্য দেন?

উত্তরদাতা:ঠান্ডা কাশি। সর্দি, ঠান্ডা কাশি, জ্বর

প্রশ্নর্কতা:এগুলার জন্য দেন। এছাড়া বাইরে অন্য কোন ডিজিজ বা অন্য কিছুর জন্য দেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা: তো একটা মানে আপনি কি মনে করেন আপা যে, সময়ের সাথে সাথে এন্টিবায়োটিক এর ইউজটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে নাকি কমে যাচ্ছে, কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা: বেড়ে যাচ্ছে। কিজন্য আপনার কাছে এটা মনে হচ্ছে যে, এটা বেড়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:এই এখন রোগ একটু বেশী হচ্ছে যেমন ঠান্ডা, সর্দি, কশি এটা তো বেশ মানে

প্রশ্নর্কতা:এটা তো আগেও ছিল।

উত্তরদাতা:হ্যা। আগেও ছিল। তারপরে ও এখন একটু ধুলা বালি আছে। তারপর আবার এইযে এরকম মানে এটা আপনার ইয়ে লোকদের একটু বেশী হয়।

প্রশ্নর্কতা:কাদের?

উত্তরদাতা:এইযে বস্তি এলাকা থেকে আসে। বেশীরভাগ ওদেরই বাচ্চা গুলো তো কেয়ারফুল না ওরকম। ওদেরই মানে আসে আমাদের কাছে বেশী।

প্রশ্নর্কতা:না। আমি বলতেছি আপা, এন্টিবায়োটিক এর ইউজটা যে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, নট অনলি বস্তি, সবাই। ওভার অল সব সাধারন মানুষ

উত্তরদাতা:সাধারন মানুষের এখন মনে করেন যে ডাক্তারের কাছে আসলেই এন্টিবায়োটিক দিলেই মনে হয় ভালো হয়ে যাবে।এটাই সবচেয়ে বড়

প্রশ্নর্কতা:এটা কে মনে করে?

(৫:০০ মিনিট)

উত্তরদাতা:এটা ক্লায়েন্টরাও মনে করে। আমরা যারা চিকিৎসা করি, তারাও হয়তো অনেক সময় মনে করি, একবার ঔষধ দিয়ে দিলাম। হয়তো নরমালি এখন একটা। সেটাতে ইয়ে হলোনা। আবার আসলো। ঠান্ডা তো সারে নাই। জ্বর তো সারে নাই। তখন অটোমেটিক আবার একটু ইয়ে দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক। বুঝতে পারছি। আচ্ছা। তাহলে মানে কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক আপনি সচরাচর বেশী দিয়ে থাকেন, আমরা একটু শেষের দিকে আলোচনা করবো। আমি আপনার ঐখানে যাবো। তো এন্টিবায়োটিক আপনি যখন প্রেসক্রিপশনে লিখেন বা কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক রোগীকে দিচ্ছেন। তখন আপনি কোন সময় কোন ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন যে, বা দ্বিধা দ্বন্ধ, আমি আসলে কোন এন্টিবায়োটিকটা দিবো। আমার কাছে যে কয়টা আছে, এই রোগের জন্য আমি কোনটা দিবো।

উত্তরদাতা:না। সেটা ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করি যে, বাচ্চার যদি মনে করেন যে, পাতলা পায়খানা আছে কিনা, ইয়ে আছে কিনা, তখন হয়তো এমোক্সিসিলিনটা না দিই, কট্রিমটা দিই। বয়সের ইয়েতে। কট্রিম সিরাপটা দিই। কারন এমোক্সিসিলিনটা দিলে তো একটু লুস মোশন হবে। এগুলা ইয়ে করে দিতে হয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে রোগীর থেকে শুনেন আগে?

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা:শুনেন। শুনে তারপর এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন। তো যখন দিচ্ছেন, তখন কি নিজের মধ্যে কোন দ্বিধা দ্বন্ধ যে আমি যেটা দিচ্ছি, আসলে এটা কি ঠিক আছে নাকি আরেকটা দিবো। আমার তো আরো অপশন আছে।

উত্তরদাতা:না। ওদের কাছে তো জিজ্ঞেস করে নিই যে অনেকটা বুঝেই তো তাদের দিতে হচ্ছে। তখন আর দ্বিধা অতোটা থাকবে কেন। দ্বিধা তো আর থাকার কথা না। আমরা তো ধরেন ভালো করেই কাউন্সেলিং করেই তো ধরেন দিতে হচ্ছে আমাকে।

প্রশ্নর্কতা:যখন একটা এন্টিবায়োটিক মেডিসিন দিচ্ছেন পেশেন্টকে। তখন তাকে কি বলেন? মেডিসিন দেওয়ার সময় আর কি কি তথ্য দেন তাকে? কি কি বিষয়ে বলেন?

উত্তরদাতা:বলে দিতে হবে যে, কতদিন খাবে, সাতদিন খাবে, যেভাবে ডোজটা আছে ঐভাবে খাওয়াতে হবে। তারপর ধরেন যদি ঠান্ডা যেন না লাগে আর। খাওয়াতে যেন গ্যাপ না পড়ে।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা বলে দেন। তো মানে যদি গ্যাপ হয় বা ঠিকমতো না খাওয়ায়, তাহলে কোন সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:সমস্যা যেমন ঠান্ডাটা সারলোনা। অসুস্থতা ঐরকম একটু লেংদি হয়ে যায় অনেক সময়।

প্রশ্নর্কতা:তো হয়ে গেলে সমস্যা কি।

উত্তরদাতা:হয়ে গেলে সমস্যা আবার আসে। আবার নিয়ে আসলে তখন আবার যেটা বলে দুইদিন তিনদিন খাওয়াইছি। আর তো খাওয়াই নাই। তিনদিন খাওয়ানো, বলে দিলাম সাতদিন। এখন তিনদিন খাওয়ান নাই। তো খাওয়ার পরে যে

প্রশ্নর্কতা:তো ঐ তিনদিন যদি খাওয়ায় তাহলে কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:সমস্যা তো সাতদিনের ডোজটা তিনদিন খায়লে কোর্সটা কমপ্লিট হলোনা।

প্রশ্নর্কতা:হলোনা।

উত্তরদাতা রোগটটাও তার ভালো হলোনা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে পরবর্তীতে

উত্তরদাতা: পরবর্তীতে তখন আমরা রেফার করে দিই ডাক্তারের কাছে।

প্রশ্নর্কতা: ডাক্তারের কাছে। কিন্তু আপনি একজন এস এ ধরেন আপনি তো একজন ফিজিশিয়ান আমরা বলবো। সেক্ষেত্রে আপনি যখন নিজে দিচ্ছেন, তখন আপনার কাছে কি মনে হয় যে, এই রোগটা কেন ভালো হচ্ছেনা। আবার হতে পারে। কেন হতে পারে?

উত্তরদাতা:এটা অনেক সময় ধরেন ইরেগুলারিটির জন্য হয়। অনেক সময় একটু

প্রশ্নর্কতা:হ্যা? কোনটা?

উত্তরদাতা: ইরেগুলারিটির জন্য হয়। যেমন এটা হয়তো কোনটা মিস করছে বা হয়তো ঐযে বললাম যে ঠান্ডা সর্দি জ্বরের জন্য দেওয়া হলো, বাচ্চাটাকে ঐভাবে কেয়ার করলোনা। বাচ্চা হয়তো পানিতে বসে খেললো। গোসল করালো। ঠান্ডা লাগলো আরেকটু বেশী। এজন্য নিজেদের কেয়ারফুলের জন্য তো অনেক সময় সেটা ইয়ে হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপা আপনার কাছে মানে আপনি যখন বলেন এন্টিবায়োটিক কত মাত্রায় ডোজ বা কয়দিন খেতে হবে। এগুলা তো বললেনই। এর বাইরে আপনি এর সাইড এফেক্ট, এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সর্ম্পকে কিছু বলেন?

উত্তরদাতা:ঐযে অনেক সময় বললাম যে, পাতলা পায়খানা থাকলে তখন আমি নিষেধ করি যে, খাওয়ার পর যদি পাতলা পায়খানা বেশী হয় তাহলে খাওয়াবেননা এমোক্সিসিলিনটা। আবার কট্রিম দিলে দিলে দেখা যায় অনেকের গ্যাস হয়। তখন নিষেধ করি যে, আবার নিয়ে আসতে বলি আমাদের কাছে। তখন হয়তো বিকল্প তো আমাদের কাছে ঐরকম ধরেন কোন কিছু থাকেনা। আছে তো ঐটাই। তখন হয়তো ঐ ডাক্তারের কাছে ইয়ে করি যে, আপনারা ডাক্তারের কাছে

প্রশ্নর্কতা:কোন ডাক্তার?

উত্তরদাতা:এই শিশু ডাক্তার আছে। যেহেতু আমাদের উপরেই শিশু ডাক্তার আছে। আমরা তো উনাদের ইয়েতেই আছি। আলাদা ডিপার্টমেন্ট হলেও তো একটা কাছাকাছি, আয়ত্তের মধ্যেই। যেহেতু বাচ্চাটা যদি দেখলাম যে, এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে। তখন উনাদের কাছে পাঠিয়ে দিই। শিশু ডাক্তার

প্রশ্নর্কতা:উনারা কোঅপারেশন করে। সেক্ষেত্রে উনারা দেখে

উত্তরদাতা:অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে তাকে আলাদাভাবে টিকেট কেটে আবার ঐখানে যেয়ে সিরিয়ালে যেয়ে লাইনে যেয়ে দেখতে হয় নাকি সরাসরি

উত্তরদাতা:না। আমরা যদি মনে করেন আমাদের এখান থেকে দেখলো, তখন আবার আমাদের ইয়ে আছে। উনাদের পাঠায় দিলে দেখে।

প্রশ্নর্কতা:এটা খুবই ভালো জিনিস। আচ্ছা। যখন একটা এন্টিবায়োটিক দেন, রোগীকে কট্রিম বা সিপ্রো দিলেন। সেক্ষেত্রে এটা যে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাওয়ার কোন পসিবিলিটিজ আছে কিনা বা এই বিষয়ে কিছু বলেন?

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাওয়া আসলে তো আমাদের কাছে যে রোগীগুলো আসে, আমরা তো দিলে খায়লে কাজ হয়। এখন তারপরেরটা আর অতোটা

(১০:০০ মিনিট)

প্রশ্নর্কতা:মানে এস এ ধরেন ডক্টর বা ফিজিশিয়ান আপনি যখন পরামর্শ দিচ্ছেন, আপনি তো মেডিসিনটার ডোজ, কয়দিন খায়তে হবে, সাইড এফেক্ট এটা বলতেছেন। :সাথে সাথে রেজিস্ট্যান্স এই বিষয়ট নিয়ে কিছু বলেন তাদেরকে, রোগীকে?

উত্তরদাতা:না। বলি। এটা কোর্স কমপ্লিট করে আমাদের কাছে আসবেন।

প্রশ্নর্কতা:আর যদি কমপ্লিট না করে সেক্ষেত্রে কি সমস্যা হতে পারে, এটা বলেন?

উত্তরদাতা:না। অনেক সময় দেখা যায় এনএসবির ক্লায়েন্ট বা লাইগেশনের ক্লায়েন্ট যদি ধরেন এই ঔষধটা দেওয়ার পর সে যদি গ্যাপ দেয় তাহলে তো তার এটা দেরীতে শুকাবেনা?

প্রশ্নর্কতা:জ্বী।

উত্তরদাতা:আবার তো তাকে কমপ্লিট আবার খায়তে হবে। তাইনা? কাজটা দেরী হয়ে যাবে না? শুকাতে তো দেরী লাগবে। এজন্য সাতদিনের ডোজ আমরা দিই। সাতদিন অবশ্যই আপনাকে

প্রশ্নর্কতা:এটা ফলো আপ করেন বা পরবর্তীতে দেখেন খেলো কিনা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ফলোআপটা কিভাবে করেন?

উত্তরদাতা:বলি আমরা যে এই ঔষধটা ইয়েটা দিই, নিয়ে আসবেন। কভারগুলি।

প্রশ্নর্কতা:আনে?

উত্তরদাতা:সেলাই কাটতে আসে। সাতদিন পর সেলাই কাটতে আসে।

প্রশ্নর্কতা: সেলাই কাটতে আসে। তখন দেখেন। খুব সুন্দর আপনাদের সিস্টেম। আচ্ছা। কোন নির্দিষ্ট রোগীকে আপনি যে এন্টিবায়োটিক দিবেন কি দিবেন না, এইযে একটা ডিসিশানের বিষয়, একটু আগে আমি বলতেছিলাম। এইযে ডিসিশনটা আপনি কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:এটা রোগীর কথার উপর রোগীর অবস্থা বুঝে তারপর নিতে হচ্ছে। তার শারীরিক অবস্থাটা বুঝতে হবে আমাকে। তার কি সমস্যা, কি হয়েছে, কি অসুখ। তারপর তাকে আমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবো যে সে মুর্হূতে আমি তার কন্ডিশনের উপর

প্রশ্নকর্তা:আর কোন কিছু আছে? ফিজিক্যাল কন্ডিশনের সাথে?

উত্তরদাতা:না। এই ধরনের যেমন আগে কখনো এন্টিবায়োটিক খাওয়ার পর তার কখনো কোন সমস্যা হয়ছে কিনা, এগুলা জিজ্ঞেস করি। আগে কখনো এন্টিবায়োটিক কোন কারনে খাওয়া হয়ছে কিনা। খেয়েছে কিনা বা কোন সমস্যা হয়ছে কিনা খাওয়ার পরে। এগুলা জানি। এগুলা জানার পরে তারপরে আরকি

প্রশ্নকর্তা:বুঝতে পারছি। তো আপনার কাছে কি মনে হয় আপা এন্টিবায়োটিকের যে বর্তমান বাজারমুল্য বা যে দাম সেটা কি সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে নাকি ক্রয় ক্ষমতার বাইরে এটা?

উত্তরদাতা:না। ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই আছে।

প্রশ্নকর্তা:মধ্যেই আছে। কেন মনে হয় যে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই আছে?

উত্তরদাতা:এখন কিছুটা তো ধরেন যেটা আমরা দিই, সেটা আমাদের মধ্যে যেটা, সেটা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই। এখন আবার অন্য যেটা আছে, অনেক বড় বড় রোগ আছে, যেটা অনেক দামী ঔষধও লাগে। সেটা তো আর আমাদের কাছে আসেনা।

প্রশ্নকর্তা: আলোকে যদি বলেন যে, আপনার হচ্ছে সাধারন ঔষধ এবং এন্টিবায়োটিক, হৈ দুইটার মধ্যে যদি আমরা কম্পেয়ারিজন করি, তুলনা করি। তাহলে এন্টিবায়োটিকের প্রাইসটা কি সাধারন ঔষধের চেয়ে বেশী?

উত্তরদাতা:সিপ্রোটা কিছু বেশী।

প্রশ্নকর্তা:মানে এই দামটা বেশী মানে যে পরিমান দাম দিয়ে একজন ভোক্তা বা গ্রহীতা একজন পেশেন্ট মেডিসিনটা কিনতেছে, সে সেই পরিমান বেনিফিট কি পায় এন্টিবায়োটিক থেকে? কি মনে হয় আপনার?

উত্তরদাতা:এখন কিনে আনলে তো এটা যেহেতু দামী একটা ঔষধ, সে সেরকম ইয়ে পাবে কেন, মনে করেন হয়তো লিখে দশটা, সেখানে হয়তো কিনে ছয়টা। তার এবিলিটির উপর। জিনিসটা তো অনেক সময় আপনার ইয়ে হচ্ছেনা।

প্রশ্নকর্তা:তো দশটার জায়গায় সে যখন ছয়টা কিনতেছে তাহলে তার কি হচ্ছে?

উত্তরদাতা:ডোজটা কমপ্লিট হচ্ছেনা। কিন্তু এখন তার পয়সার এবিলিটির উপরই তো সে এখন হয়তো পারতেছেনা।

প্রশ্নকর্তা:তো সেক্ষেত্রে মানে কি করা যায়? মানে রোগী যেন সব ঠিকমতো খায়তে পারে

উত্তরদাতা:রোগী যেন খায়তে পারে একটু, দামটা একটু নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। তাহলে ধরেন তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। এখন সবাইতো আর একরকম

প্রশ্নকর্তা:আর যদি ধরেন দশটার জায়গায় ছয়টা নিচ্ছে। ছয়টা খেয়ে কি সে সুস্থ হবে নাকি কোন সমস্যা হবে?

উত্তরদাতা:এখন সুস্থ হবে যদি মনে করেন যে, আমারতো কোর্স ধরেন একটা আছে। তার মধ্যে অনেক সময় ছয়টাতেও হয়। একেবারে না হয়, কিছুটা ধরেন কাজ হয়। কিন্তু দশটা যেটা হবে, সেটা অতোটা হচ্ছেনা। ধরেন ডাক্তারতো বুঝেই দিচ্ছে। তার শারীরিক কন্ডিশনটা সব জেনে তো দেয়ণ্ হচ্ছে এই কোর্সটা লাগবে। এখন আমাদের একটা ক্লায়েন্টকে আমরা লাইগেশন করি। তাকে

যদি আমি পাঁচটা বা ছয়টা দিই, তার কোর্স আমার চৌদ্দটা আছে। এখন সে যদি ধরেন পাঁচটা বা ছয়টা খায় তাহলে কি সেলাইটা শুকাবে? শুকাবেনা। এরকম।

প্রশ্নর্কতা:তখন তাদেরকে বুঝায়ে বলেন এগুলা?

উত্তরদাতা:অবশ্যই। এগুলা কোর্স কমপ্লিট

প্রশ্নর্কতা:শুনে?

উত্তরদাতা:অবশ্যই। যেহেতু সাতদিন পর আসে, আমার কাছে আসতে হবে। আমরা বলেই দিই যদি এই ঔষধ কমপ্লিট না করেন, তাহলে আমাদের কাছে আসলে আমরা কিন্তু দেখবোনা। কারন হচ্ছে আপনাকে তো ঔষধটা দেওয়া হয়ছে আপনার ভালো হওয়ার জন্য। আপনি যদি নিজে ইচ্ছা করে এখন এটা এভয়েড করেন তাহলে তো সমস্যাটা আপনারই হবে, আমারতো না।

(১৫:০০ মিনিট)

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম আপা সেটা হচ্ছে যে লোকজন সাধারনত কিভাবে মানে এন্টিবায়োটিক নিয়ে থাকে আপনাদের থেকে বা দোকান থেকে নিয়ে থাকে, আপনার কাছে কি মনে হয় তারা কি ফুল কোর্সটা নেয় নাকি অল্প করে নেয়?

উত্তরদাতা:আমরা দিলে আমরা ফুল কোর্সটা দিই।

প্রশ্নর্কতা:আর এমনে সাধারন মানুষ যদি দোকান থেকে কিনে

উত্তরদাতা:দোকান থেকে এখন ধরেন তাতো এখন বলতে পারবোনা । এখন যদি ডাক্তার লিখলেন যে তোমাকে চৌদ্দদিন খেতে হবে এন্টিবায়োটিক। এখন সে আসলো এখানে। আইসা কিনতে গেছে এখন চৌদ্দটার টাকা নাই। এখন মনে করেন সে অর্ধেক নিয়ে গেল। অর্ধেক নিয়ে যাওয়ার পরে অর্ধেক খেল। পরবর্তীতে মনে করেন ঐ ছয়টা আর কিনলো কিনা, সেটা তো এখন আর অতোটা আমরা তো আর তার বাড়িতে যেয়ে দেখতে পারিনা। তবে আমরা যেটা আমাদের কোর্স কমপ্লিট করি আমরা।

প্রশ্নর্কতা:এটা দেন। আর সাধারন মানুষ ইন জেনেরাল পিপল যারা, তারা কি তাহলে ফুল কোর্স কিনে নাকি অল্প করে কিনে?

উত্তরদাতা:এটাতো ধরেন এবিলিটির উপর। প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল পারসনের উপর। এখন একজন মানুষ মনে করেন একেবারেই তার ঐরকম নেই কিছু। এখানে আসলো। পরীক্ষা নীরিক্ষা দিল। টাকা খরচ হলো। এখন তার গিয়ে বিশটা ঔষধ কেনার মতো নাই। সে অল্প করে নিয়ে গেল। পরবর্তীতে সে আবার দশটা কিনলো কিনা, সেটা তো আর তখন আমাদের কাছে আসেনা কিংবা খেয়াল করিনা। এটা তো আমরা ধরেন এভাবে বলতে পারবোনা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আপা আপনি মেডিসিন যখন প্রেসক্রাইব করেন এক্ষেত্রে আপনি বেশীরভাগ সময় সাধারন ঔষধ দিতে পছন্দ করেন নাকি এন্টিবায়োটিককে প্রাধান্য দেন যে এন্টিবায়োটিক

উত্তরদাতা:না। এন্টিবায়োটিক আমরা প্রাধান্য দিইনা।

প্রশ্নর্কতা:কেন দেন না?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক যে খুব যে ধরেন এটার একটা এন্টিবায়োটিক এর একটা ভালো দিকও আছে, খারাপ দিকও আছে। অলওয়েজ এন্টিবায়োটিক খেলে এটা তো ইয়ে হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:কি হয়ে যায়?

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় না শরীর? তখন তো আর আরো বেশী কোনরকম অসুখ বিসুখ হলে তখন তো আর এন্টিবায়োটিক কাজে লাগেনা। তো আমি যদি মনে করেন আমার যদি একটা ক্লায়েন্ট আসলো ব্যাথা নিয়ে একটু। আমি যদি প্যারাসিটেমল দিতে পারি তাহলে প্যারাসিটেমলে যদি মনে করি এটা ভালো হবে, তাহলে আমি আইব্রুপেন দিবো কেন। আমাকে প্রথম থেকে ইয়ে থেকে দেখতে হবে। প্যারাসিটেমলে যদি সে ভালো হয়ে যায় তাহলে তো আইব্রুপেন আমার দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নর্কতা:আইব্রুপেন?

উত্তরদাতা:এটাওতো ধরেন আমাদের সাপ্লাই আছে।

প্রশ্নর্কতা:এটা কোন গ্রুপের এটা?

উত্তরদাতা:এটা ঐযে ব্যাথা। কয়েকটা এন্টিবায়োটিকের কম্বিনেশন। এন্টিবায়োটিক ধরেন সেরকম সিরিয়াস অসুখ হলে তো আমরা এন্টিবায়োটিক দিই। সাধারন অসুখের মধ্যে তো এন্টিবায়োটিকের দরকার পড়েনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এটা গেল ডিজিজের ক্ষেত্রে। আর অন্য কোন পার্থক্য আছে দুইটার মধ্যে? সাধারন ঔষধ আর এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা:সাধারন ঔষধ, এন্টিবায়োটিক দামের দিক দিয়ে আছে। তারপর কাজের দিক দিয়েও তো। এন্টিবায়োটিকটা হাই পাওয়ার আর সাধারন ঔষধটা তো হাই পাওয়ার না। যেহেতু এটা একটু, এটার দামও এজন্য কম বা বললামই তো আপনাকে যে, সাধারন ঔষধটা আমরা প্রথম আগে দিই। যদি তখন ইয়ে না হয় তখন ঐযে বললাম রেফার করি বা এন্টিবায়োটিক দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করি। প্রথমে যদি এন্টিবায়োটিক আমি দিলাম তাহলে তো আমি বুঝলামনা।

প্রশ্নর্কতা:এমনে জেনেরাল প্র্যাক্টিসটা কি? আপনারা তো এটা করেনই। এটা তো বললেনই। কিন্তু বাইরে সচরাচর কি হয়? ডক্টররা কি বেশীরভাগ সময় সাধারন ঔষধ দেয় নাকি এন্টিবায়োটিক দেয় বেশীরভাগ? কোনটা প্রেসক্রাইব করে?

উত্তরদাতা:ডক্টরদের তো আর আমাদের কাছে আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:এমনে কোনটা দেখেন আপনারা? আমরা কোনটা দেখি?

উত্তরদাতা:এটা তো রোগের উপর বেসিস করে যদি এন্টিবায়োটিক লাগে, এন্টিবায়োটিক দেয়। ধরেন তার কন্ডিশনের উপর, রোগের উপরই তো বেসিস করে দিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা, আপা লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া আপনাদের কাছে এন্টিবায়োটিক চায়? কোন প্রেসক্রিপশন আনলোনা। আপনার কাছে এসে যখন একটা পেশেন্ট আসলো, মা বাপ তার বাচ্চার জন্য বলে যে, আপা আমাকে একটা এন্টিবায়োটিক দেন। পাওয়ারি ঔষধ দেন। অনেক তো হয়তো বলতে পারেনা এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:না। আমাদের কাছে ঐভাবে চায়না। আমাদের কাছে যদি বাচ্চা মা যেমন আমরা তো ধরেন গর্ভবতী মা এগুলিই তো দেখি বেশী। ওরা যদি আসে, আমাদের যেহেতু ঔষধ কিছু আছে সাপ্লাই। জিনিসটা খুব অল্প, সীমিত। ঠান্ডা কাশি লাগলে বাচ্চাদের দিই। আর আমাদের মহিলাদের মধ্যে যখন লিউকোরিয়া নিয়ে আসলো, তারপর আপনার কপারটি দিলে বা এমআর করলে আমরা এন্টিবায়োটিক দিই। তার বাইরে ধরেন আমাদের এন্টিবায়োটিক ঐভাবে দেওয়ার ইয়ে নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপা, এখন একটু ঝুঁকি বিষয়ক সর্ম্পকিত বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি। সেটা হচ্ছে যে আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিকগুলা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে? রোগটা কে ভালো করার জন্য খুব এফেক্টিভ এন্টিবায়োটিক টা? খুব কার্যকরী?

(২০:০০ মিনিট)

উত্তরদাতা:কার্যকরী তো ঠিকই আছে।

প্রশ্নর্কতা:ঠিক আছে। মানে এটা কিভাবে কাজ করে? মানে ধরেন একটা এন্টিবায়োটিক খেলো একজন পেশেন্ট। খাওয়ার পরে এটা শরীরে গিয়ে কি কি উপায়ে কাজ করে? কি করে?

উত্তরদাতা:শরীরে যা আস্তে আস্তে তো কাজ করে। ধীরে ধীরেই তো করে কাজটা।

প্রশ্নর্কতা:মানে ঢুকার পরে খাওয়ার পরে কি করে? একটু যদি বলেন। মানে আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা আপা। চাকরি তো আজকে অনেক বছর।

উত্তরদাতা:অনেক অভিজ্ঞতা, এত কিছু এখন আর মনে থাকে? নতুন নতুন হচ্ছে

প্রশ্নর্কতা:এগুলা তো পড়ে আসছেন না?

উত্তরদাতা:সেটাতো হয়ছে। এখন তো নতুন নতুন অনেক কিছুই হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:না। আপনি যতটুক জানেন আপা। একটা এন্টিবায়োটিক সাপোজ আমি খেলাম

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো স্লো মোশনে কাজ করে শরীরে।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। কাজ করে। শরীরে গিয়ে ও কি করে? কোত্থেকে কি করে বা কিভাবে কি করে?

উত্তরদাতা:যে ধরেন রোগের যে কোষগুলি সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট করে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:নষ্ট করে দেয়। রোগ সাধারনত কি থেকে হয়? কিজন্য হয়?

উত্তরদাতা:রোগ তো অনেক কিছুর জন্য হচ্ছে। কোনটা বলবো।

প্রশ্নর্কতা:কিসের কোষ এটা? কিসের কোষ কিসে ধ্বংস করতেছে? আচ্ছা একটা ধরলাম যে কোষকে ধ্বংস করে। আর কি করে? আচ্ছা আপা, এটা নিয়ে নাহলে পরে কথা বলবো। অসুবিধা নাই। তো এন্টিবায়োটিক এর তো অনেক গ্রুপ আছে আপা। তো এই গ্রুপের মধ্যে কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকটা ভালো কাজ করে আপা?

উত্তরদাতা:কোন গ্রুপের, বললামই তো আপনাকে। এটা হয়ছে আপনার রোগের উপর ডিপেন্ড কইরা।

প্রশ্নর্কতা:যেমন আপনার যে সাপ্লাই আছে, ঐখান থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন, আবার বাইরেও চিন্তা করতে পারেন।

উত্তরদাতা:ধরেন আমাদের সাপ্লাই আছে সি প্রোডাক্ট। পাওয়ারফুল সি প্রোডাক্ট একটু বড় ধরনের ইয়ের মধ্যে দেওয়া হয়। সেটাই করে। এমোক্সিসিলিনটাও কাজ করে। ধরেন এমোক্সিসিলিন তো আমরা আর লাইগেশনে দিচ্ছিনা। সিপ্রোটা পাওয়ারফুল যেহেতু, কাটাছেড়া হয়। অনেক কিছু আছে, দিতে হয়। এমোক্সিসিলিনটা আবার একটু যেমন এমআর করলাম, ঠান্ডা কাশি সর্দি এগুলার মধ্যে দিই। আবার ডক্সিসাইক্লিন, মেট্রোনিডাজল এগুলি আমাদের লিউকোরিয়ার জন্য ভালো কাজ করে। কপারটি দিই। ঐটাতেও কাজ করে ভালো।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা তো তাহলে আপনার এখানে তো সিপ্রোটা তো বলতেছেন পাওয়ারফুল। এটা ভালো কাজ করে। এই গ্রুপের মেডিসিনটা। আর এর বাইরে কোন গ্রুপের মেডিসিনটা কাজ করে ভালো?

উত্তরদাতা:এইযে সেফ-থ্রি আছে। তারপর সেফালিক্সিন আছে। এগুলা তো অনেক এন্টিবায়োটিক

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কোন গ্রুপ? এজিথ্রোমাইসিন না, কোন গ্রুপ এটা?

উত্তরদাতা:এটা তো সিপ্রোর গ্রুপই তো অনেক।

প্রশ্নর্কতা:সিপ্রো, আচ্ছা। আপনি কি এন্টিবায়োটিক এর কি মনে করেন যে এন্টিবায়োটিক এর কোন সাইড এফেক্ট আছে, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে? এন্টিবায়োটিক মেডিসিনের?

উত্তরদাতা:হ্যা আছে। অনেক সময়

প্রশ্নর্কতা:কি ধরনের?

উত্তরদাতা:মাথা ঘুরায়, বমিটিং ট্যান্ডেন্সি হয়। মাথা ঘুরাচ্ছে। কেমন অস্থির অস্থির লাগে। মাথা ব্যথা, শরীর ঝিমঝিম করে।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা। তো মানে এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাইড এফেক্ট যখন হয়, তখন কিভাবে আসলে মোকাবিলা করা যায়? ধরেন একজনের সাইড এফেক্ট হচ্ছে। পেশেন্ট আপনাকে বললো, যে আপা আমার এই এই সমস্যা।

উত্তরদাতা: অনেক সময় বলি দুইদিন তিনদিন খেলে অনেক সময় এরকম লাগে। আপনি খান। বমিটিং ট্যান্ডেন্সির সাথে আবার একটু বমির ইয়ে দিলাম যদি বেশী বমি বমি লাগে। তখন বমির ট্যাবলেটটাও হয়তো অনেক সময় আমরা বলি যে, কিনে খান। আমাদের কাছে নাই। এইতো । পানি খেতে বলি বেশী কইরা। শরবত খাবেন।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা বলেন। তখন আর সমস্যঅগুলো থাকেনা। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, সাইডএফেক্টযেগুলা

উত্তরদাতা:না। এগুলা, লেবুর শরবত খাবেন। পানি খাবেন বেশী কইরা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা আপা, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এই শব্দটা তো একটু আগেও বলতেছিলেন। এটা যদি আমাকে একটু খুলে একটু বিস্তারিত বলেন যে আসলে আমরা অনেক সময় পড়ে আসছি না ছোট বেলায় যে সংজ্ঞা

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কোনটা? যে অতিরিক্ত মানে অনেকে আছে একটু কিছু হলো দৌড়ায় গিয়ে এন্টিবায়োটিক খাচ্ছে। এটা তো পরবর্তীতে আপনার শরীরে গিয়ে ইয়ে হয়ে যায়,তখন তো দেখা যায়

প্রশ্নর্কতা:মানে ইয়ে বলতে কি বোঝাচ্ছেন, একটু খুলে

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্ট কোনটা যেমন পরে আর কোন রোগ টোগ হলে আর এন্টিবায়োটিক অনেক সময় দেখা যায় কাজ হচ্ছেনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে সেটা কি হয়ে যায়? শরীরের সাথে কি হয় এটা?

উত্তরদাতা:এবজর্ভ হয়ে যায় শরীরের সাথে।

প্রশ্নর্কতা:এবজর্ভ হয়ে যায়। এবজর্ভ হয়ে গেলে তখন পরবর্তীতে আর

উত্তরদাতা:পরবর্তীতে দেখা যায় কাজ করেনা।

প্রশ্নর্কতা:কাজ করেনা। তো কাজ যদি না করে পেশেন্টের কি সমস্যা হয় পরবর্তীতে?

উত্তরদাতা:পেশেন্টের হয় সমস্যা, রোগ সারতে দেরী লাগে। তারপর আরো হয়তো হাই পাওয়ারের এন্টিবায়োটিক তখন ইয়ে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:আপনারা এই ধরনের কোন কেস পাইছেন কোন সময়?

উত্তরদাতা:না। আমাদের কাছে এগুলা

প্রশ্নর্কতা:ঠিক আছে। মানে এন্টিবায়োটিকটা তাহলে এটা রেজিস্ট্যঅন্স যাতে না হয়, এটা বন্ধ করার জন্য আমরা কি করতে পারি?

উত্তরদাতা:বুঝে শুনে রোগীকে ঔষধ দিতে হবে। ক্লায়েন্টকে আপনার বুঝে শুনে দিতে হবে। আগে চট করে আসলে আমি এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিবো, এটাতো ইয়ে না। তাকে পরীক্ষা নীরিক্ষা করতে হবে। দেখতে হবে। বুঝতে হবে। তারপরে। বললামইতো । প্রথম স্লো মোশনে আমাকে ঔষধ দিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:স্লো মানে

উত্তরদাতা:স্লো মানে এইযে বললাম ব্যথার প্যারাসিটেমলে যদি আমার ব্যাথা

প্রশ্নর্কতা:যায়

উত্তরদাতা:হ্যা যায়, তাহলে আমি অন্য আরেকটা চিন্তা করবো কেন। তো এন্টিবায়োটিক এর বেলায়ও সেটাই। এখন যদি মনে করেন একটা ইয়েতে একটা ডক্সিতে যদি আমার ঠান্ডা কাশি সেরে যায়, এমোক্সিসিলিনে, তাহলে তো সিপ্রোর প্রয়োজন পড়েনা। সিপ্রোটা একটু পাওয়ারফুল না?

প্রশ্নর্কতা:পাওয়ারফুল।

উত্তরদাতা:তাহলে আমি ঐখানে যাবো কেন।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে আমি সিকোয়েন্স ধারাবাহিকভাবে

উত্তরদাতা: ধারাবাহিকভাবে দেখতে হবে। সেটাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনি স্লো মোশন বলতে এটাই বোঝাচ্ছেন।

উত্তরদাতা:আমি যদি প্রথমে আসলেই পরে তাকে সিপ্রো লিখে দিই, তাহলে এটা হলোনা।

(২৫:০০ মিনিট)

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এন্টিবায়োটিক খাওয়া যে, এটা নিয়ম নির্দেশনা আপনারা বলে দেন, সেভাবে ধারাবাহিকভাবে সেবন করতে গিয়ে কোন সমস্যা হয়, কোন চ্যালেঞ্জ আছে রোগীদের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:না। আমাদের কাছে এরকম চ্যালেঞ্জ আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে আপনার কাছে না। পেশেন্টের কাছে। আপনি হয়তো আমাকে বললেন যে আপনি বারো ঘন্টা অন্ত অন্তর দুইবার খাবেন। বা ছয় ঘন্টা অন্তর চারবার খাবেন।

উত্তরদাতা:সিপ্রো দিয়ে দিল সকালে একটা রাতে একটা।

প্রশ্নর্কতা:আমি যদি টাইমলি মানে আমি খায়তে পারি কিনা, এটা আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। আমি পেশেন্ট। আমার জন্য চ্যালেঞ্জ। এই ধরনের রোগীদের জন্য কোন চ্যালেঞ্জ আছে, তারা কি খেতে পারে দিক নির্দেশনা অনুযায়ী

উত্তরদাতা:না। বলে দিলে খেতে পারে। আমরা নির্দেশনা মতো বলি যে, এই টাইমে খাবেন, ওরা খায়।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু খায়? গভীর রাতে যদি খেতে হয় তাকে সেক্ষেত্রে কি সে খায়?

উত্তরদাতা:হ্যা। খায়। এসে বলে অনেক সময় বলে যে, আপা হঠাৎ করে মনে হলো, তাড়াতাড়ি খাইছি।

প্রশ্নর্কতা:তো মনে হলে মাঝখানে যে একটা গ্যাপ হয়ে গেল

উত্তরদাতা:গ্যাপ হয়ে গেল তখন যে পেটটা খালি থাকলো। তখন তো পেট খালি থাকলে তো না ই করে দিই। ভরা পেটে খাবেন। বলে দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:এইযে গ্যাপ হয়ে গেল আপা। কয়েক ঘন্টার ব্যবধান হয়ে গেল। এজন্য কোন সমস্যা হতে পারে রোগীর?

উত্তরদাতা:সমস্যা ঐযে বললাম না অনেক সময় বমিটিং ট্যান্ডেন্সি হয়।

প্রশ্নর্কতা:এটা আপা। এছাড়া আর কোন সমস্যা হয়?

উত্তরদাতা:এছাড়া তেমন আমাদের কাছে ঐরকম আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:তো আমি একটু নীতিমালা নিয়ে এখন একটু বলি। নীতিমালা সর্ম্পকিত বিষয়গুলো নিয়ে। মানে সাধারনত এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে দেখভাল করে এরকম কোন পর্যবেক্ষন বা নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা বা অফিস সর্ম্পকে আপনি জানেন? যে এন্টিবায়োটিকটার ইউজটা তারা দেখে এসে? বাংলাদেশ সরকারের বা

উত্তরদাতা:না। আমাদের কাছে আসেনা। আমাদের অফিসাররাই তো দেখেন।

প্রশ্নর্কতা:আপনাদের অফিসাররা, এখানে ইন্টারনাল

উত্তরদাতা:আমাদের ইন্টারনাল যেমন এমওএমসি স্যার আছেন, এডিসি স্যার আছেন। আসেন মাঝেমাঝে, দেখে। এই ঔষধগুলি বের করো, দেখি কি আছে তোমাদের। ডেট টেট আছে কিনা, এই সেই।

প্রশ্নর্কতা:উনারা দেখে। আর বাইর থেকে আর কেউ আসেনা? অন্য কোন সরকারি অফিস বা

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সর্ম্পকিত এরকম কোন সরকারি নীতিমালা সর্ম্পকে আপনি জানেন? কোন নীতিমালা আছে কিনা, এই বিষয়ে জানেন?

উত্তরদাতা:না। আমাদের যেটা ধরেন আমরা যেটা ট্রেনিং এর মধ্যে যেটা পাইছি সেটাই আমরা করতেছি। আলাদা আমাদের কাছে অঅর কোন

প্রশ্নর্কতা:এটা কোথায় পায়ছেন ট্রেনিং?

উত্তরদাতা:আমরা তো ট্রেনিং নিছি আজিমপুরে।

প্রশ্নর্কতা:কতদিনের ট্রেনিং ছিল এটা?

উত্তরদাতা:প্রথম ছিল দেড় বছর। তারপর তো অনেকবারই ট্রেনিং নিছি। মিটফোর্ড হাসপাতালে দিছি, ঢাকা মেডিকেলে দিছি।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা কতদিন কতদিন ছিল ট্রেনিং?

উত্তরদাতা:দেড় মাস, ছয় মাস, এক মাস, সাতদিন, পনের দিন

প্রশ্নর্কতা:তো এভাবে কতদিন

উত্তরদাতা:ট্রেনিং্ এর হিসাব করলে চার বছর ট্রেনিংই হবে। তারপর আমরা টাঙ্গাইলে দিছি একমাস বারোদিন করে তিনবার।

প্রশ্নর্কতা:এফডব্লিউ বিটিআই তে। অনেক অভিজ্ঞতা আপনাদের।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন আপা, এন্টিবায়োটিক ঔষধটা বিক্রির জন্য একটা নীতিমালা বা নৈতিক আচরন বিধি প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতা:অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা:কেন? একটু যদি খুলে বলেন।

উত্তরদাতা:কারন এখন এন্টিবায়োটিকটা ধরেন খাওয়ার একটা নিয়ম আছে। বা খায়লে কিছু সমস্যা হয়। এগুলা জন্য অবশ্যই একটা নীতিমালা প্রয়োজন আছে। এখন গেলেই আমি এন্টিবায়োটিক লিখে দিলাম। এখন সেটা খাওয়ার পরে তার সমস্যা হচ্ছে কি হচ্ছেনা, এটা যদি আমি না দেখি, না বুঝি, এটা তো হলোনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। বুঝতে পারছি। তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে, কিছু সেবাদানকারী আছেন যেমন গ্রামের একজন পল্লী চিকিৎসক হতে পারেন, একজন ঔষধ বিক্রেতা হতে পারেন। তারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে। হয়তো এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন নেই

উত্তরদাতা:অবশ্যই করে।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে করে ওরা এটা যদি একটু বুঝিয়ে

উত্তরদাতা:উনারা কিভাবে করে এটা বুঝিনা। কিন্তু উনারা একটা হচ্ছে ফার্মেসি, উনারা দিতেছে। তাদের পয়সা দরকার। এখন জ্বরের রোগীকে তো এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে। নরমাল জ্বরের, এইযে ধরেন আমাদের এম বের হয়ছে যেটা, এমএমকিড যেটা বলে----। এখন আমাদের কাছে না এসে উনাদের কাছে গেলে পরে উনাদের বিক্রি করার দরকার আছে। আদৌ সেটা ভালো হবে কিনা, সেটা উনারা চিন্তা করেনা। এবং সমস্যা তো হচ্ছে এটা নিয়ে। অনেক বড় বড় সমস্যা হচ্ছে। ব্লিডিং হচ্ছে ব্লিডিং হচ্ছে। কিন্তু বাচ্চা থেকে যাচ্ছে। এখন তারপওে এটা ডিএমসি করতে হচ্ছে। এটা আরো বড় রিস্ক হয়ে গেল না?

প্রশ্নর্কতা:একটা মায়ের জন্য তো অনেক বড় ক্ষতি। রিস্ক। অনেক সমস্যা। তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে, এই ধরনের যাদের কথা আপনি বলতেছেন, তারা রোগীর লাভের চেয়ে তার নিজের আর্থিক লাভের জন্য

উত্তরদাতা:অবশ্যই করে সেটা।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইবকরে থাকে? করে থাকে। আচ্ছা। আপনি কি আপা, ভোক্তার অধিকার, কনজিউমার রাইট সর্ম্পকে শুনছেন কোন সময়? ভোক্তার অধিকার, আমরা বিভিন্ন সময় দেখি না ভোক্তার অধিকার সপ্তাহ বা

উত্তরদাতা:টিভিতে মনে হয় অনেক ইয়ে টিয়ে হয়

প্রশ্নর্কতা:শুনছেন। একটু বুঝিয়ে বতে পারবেন জিনিসটা

উত্তরদাতা:

প্রশ্নর্কতা:না। ভোক্তা তো বুঝেন। যে ভোক্তার অধিকার এটা আপনি একটু খুলে বলেন দেখি। কি জানেন।

উত্তরদাতা:এখন ভোক্তার অধিকার যার যার নিজের অধিকার নিজের প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কি জোর করে আমি প্রতিষ্ঠিত করবো?

উত্তরদাতা:জোর করে তো করাই যাবেনা।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে কি করে?

উত্তরদাতা:এটা যেভাবে মানে একটা লাইন ঘাট করে নিতে হবে। আমার অধিকারটা আমাকে ঐভাবে একটা চ্যানেল মেইনটেইন করে নিতে হবে। জোর করে তো কোন কিছুই করা যায়না।

প্রশ্নর্কতা:সেটাই। মানে প্রত্যেকেরই একা অধিকার আছে।

উত্তরদাতা:হ্যা। নিজস্ব একটা ব্যাক্তিগত অধিকার আছে। সেটা দিয়েই ইয়ে করতে হবে।

(৩০:০০ মিনিট)

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আপা একটা জিনিস হচ্ছে যে, আমরা তো অনেক প্রেসক্রিপশন দেখি যে, ধরেন একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন, এমবিবিএস কোয়ালিফাইড ডাক্তার বলেন বা আপনাদেরও। একটা প্রেসক্রিপশনে অনেকগুলো জিনিস উল্লেখ করা থাকে। অনেকগুলা ইয়ে থাকে। তো একটা প্রেসক্রিপশনকে যদি আমরা আরো রিচ করতে চাই, আরো সমৃদ্ধ করতে চাই, এটাতে কোন কোন জিনিসগুলা উল্লেখ করলে বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করার ক্ষেত্রে আরো ভালো হবে। আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে যদি একটু বলেন।

উত্তরদাতা:ডাক্তাররা তো বুঝে শুনে ইয়ে করে। উনাদের

প্রশ্নর্কতা:ধরেন একটা এন্টিবায়োটিকের কথা লিখলো। সে এর সাথে সাথে আর কি কি বিষয় উল্লেখ করলে প্রেসক্রিপশনে সেটা রোগীর জন্য ইউজ করতে সুবিধা হবে?

উত্তরদাতা:রোগীকে বলে দিতে হবে তোমার কোর্সটা অবশ্যই কমপ্লিট করতে হবে। কোন রকম খারাপ লাগলে আমার কাছে আসতে হবে। তাইনা?

প্রশ্নর্কতা:জ্বী।

উত্তরদাতা:তারপর মনে করেন যে, শরীরটা কেমন আছে, কি আষয় বিষয় সেটা জানাতে হবে তার। আমি এন্টিবায়োটিক লিখে দিলেই তো হলোনা। তার তো কেয়ার করতে হবে। এগুলাই আরকি। যেমন তারপর মনে করেন নিজেরও ক্লায়েন্টকেও বলতে হবে যে, তুমি নিজেও সর্তক থাকতে হবে। যেহেতু ঔষধটা খাচ্ছি, কি কারনে খাচ্ছি, কিসের ঔষধ খাচ্ছি।

প্রশ্নর্কতা: তো এইযে এগুলা অনেকগুলা ইন্সট্রাকশণ, দিক নির্দেশনা এগুলা কোথায় লেখা থাকবে প্রেসক্রিপশনে?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশনে তো আর লেখা থাকেনা। এটা মুখেই বলে দিতে হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:মুখে বলে দিতে হবে। আর প্রেসক্রিপশনে যদি কোন কিছু উল্লেখ করতে হয়, তাহলে কি দেওয়া যায় আপা? এন্টিবায়োটিক বিষয়ে কি লেখা যায়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক বিষয়ে বললামই তো। যদি আপনার ঐভাবে প্রেসক্রিপশন তো আর অত বড় কেউ করেনা। লেখা, সাইডে যদি লেখা থাকে যে মানে কিভাবে তার শারীরিক যত্ন নিতে হবে, বা যখন তখন নিজের সচেতন থাকতে হবে। এগুলি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এলার্ট থাকতে হবে। এই বিষয়টা, আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন আপা ড্রাগ কোম্পানি বা ঔষধ কোম্পানি যেগুলা আছে, এগুলা রোগীদেরকে এন্টিবায়োটিক ইউজের জন্য তারা ইনফ্লুয়েন্স করে, প্রভাবিত কের, উৎসাহিত করে তারা? করতে পারে?

উত্তরদাতা:ড্রাগ কোম্পানি তো আসলে এগুলা আমরাও বুঝি কম।

প্রশ্নর্কতা:না। ওরা তো আসে ডাক্তারদের কাছে বা আপনাদের কাছেও হয়তো

উত্তরদাতা:রিপ্রেজেন্টিভরা আসে। তাতো করেই। ওরা যার যার কোম্পানি

প্রশ্নর্কতা:কি বলে? ওরা এসে কি বলে?

উত্তরদাতা:আপা এই ঔষধ লিখেন, ঐ ঔষধ লিখেন।

প্রশ্নর্কতা:মানে তারা সাধারন ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিকটাকে বেশী প্রাধান্য দেয়?

উত্তরদাতা: বেশী প্রাধান্য দেয়। এটা একটু দামী ঔষধ। এন্টিবায়োটিকটা সাধারন ঔষধের চেয়ে

প্রশ্নর্কতা:তো এটা বেশী প্রেসক্রাইব করলে লাভ কি তাদের?

উত্তরদাতা:তাদের কি লাভ, এখন আপনার কোম্পানি, আপনি লাভ করলে আপনার কোম্পানি তে একটু ভালো ইয়ে হলো। তাহলে এটা আপনার ভালো লাগবে না?

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আপনারও তো আনন্দ লাগবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। লোকজন আপা এন্টিবায়োটিক স্পেশালি মেডিসিনের কথা যদি বলি আমরা তারা কোথায় যেতে বেশী পছন্দ করে? তারা কি সরকারি হাসপাতালে বেশী আসতে পছন্দ করে নাকি তারা ঔষধেল দোকান বা বেসরকারি বা অন্য কোন জায়গায় যেতে পছন্দ করে?

উত্তরদাতা:না। লোকজন তো সরকারি হাসপাতালেই ধরেন আসে। এখন ধরেন যা আছে, হাসপাতাল থেকে লিখে দেওয়া হচ্ছে। যেটা না থাকে তখন ধরেন দুই একটা বাইরে থেকে কিনতেই হবে। যতক্ষন হাসপাতালে আছে, ততক্ষন পর্যন্ত বাইরে থেকে ধরেন এটা ইয়ে করতেছে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে সমাজের যদি আমরা চিন্তা করি উচ্চবিত্ত,মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত কোন শ্রেনীর লোকজন সাধারনত বেশী এখানে আসে?

উত্তরদাতা:এখন সবাই আসে।

প্রশ্নর্কতা:সবাই আসে? কেন?

উত্তরদাতা:কারন আছে। কারন হয়ছে আপনার আগে ছিল একটা মাঝখানে ধারনা, জানিনা। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা হয় ভালো। ডাক্তার আছে ভালো যেহেতু। আর ধরেন প্রাইভেট হাসপাতালে টাকারও প্রশ্ন আছে। তারপর আর একটা জিনিস ধরেন অনেক সময় ডাক্তাররা রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার পর দেখা যায় অনেক সময় কাজ করে বা কারো সংস্কারে চাকরি করবেনা। তারা যেয়ে ধরেন প্রাইভেট সেক্টরে বসে। কিন্তু সরকারি চাকরিজীবি, সরকারি ডাক্তাররা সবাই অন্যদিকের থেকে ভালো। এদের চিকিৎসাও ভালো।

প্রশ্নর্কতা:এই জিনিসটা মানুষের মাথায় এখন ঢুকছে?

উত্তরদাতা:কিছুটা ঢুকছে।

প্রশ্নর্কতা:ঢুকছে? কিছুটা ঢুকছে?

উত্তরদাতা:এখন মোটামুটি আসে। আমি দেখতেছি তো।

প্রশ্নর্কতা:উচ্চ বিত্ত যারা মধ্যবিত্ত যারা, ওরা অনেক সময় বলে যে, আমরা শুনি যে, অনেক বড় সিরিয়াল, অনেক সময় লাগে বা

উত্তরদাতা:তারপরও আসে।

প্রশ্নর্কতা:আসে, না?

উত্তরদাতা:এইযে যেমন আজকে আমার ছোট বোনের হাজবেন্ড। অপারেশন হচ্ছে আপনার ইয়েতে, বারডেমে। ওকে ভাই আমার ভাই আছে, বাইরে থাকে। ইন্ডিয়াতে নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে। হার্টে চারটা ব্লক ধরা পড়ছে। ডায়বেটিস আছে। সে কোন অবস্থাতেই যাবেনা। আমি বারডেমে চিকিৎসা করি। আমি বারডেমে যাবো।

প্রশ্নর্কতা:মানে তার প্রতি একটা ফেইথ বা আস্থা আছে। বুঝতে পারছি।

উত্তরদাতা:

প্রশ্নর্কতা:আপা মেয়াদোর্ত্তীন যে মেডিসিনগুলা আপনাদের এখানে বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক যে থাকে, এগুলা আপনারা কি করেন? এক্সপায়ার ডেট

উত্তরদাতা:না। মেয়াদোর্ত্তীন আমাদের হয়না। কারন হয়ছে, মনে করেন দুই হাজার আঠার সাল, খুব লিমিটেড ঔষধ তো। মনে করেন আমাকে সিপ্রো দিল দুইশো বাতিনশো । দুই হাজার আঠার সাল, উনিশ সাল পর্যন্ত ডেট। মনে করেন দুইশো তিনশো সিপ্রো কয়মাস যায়? দুই মাস। যে ক্লায়েন্ট হয়. দুইমাস হয়তো যায়। আমরা মেয়াদোর্ত্তীন ঔষধ পাইনা।

প্রশ্নর্কতা:এগুলা পান না। আচ্ছা। আর যদি ইন কেস কোন সময় মনের অজান্তে বা একটা ধরেন কর্নারে বা শেলফে থেকে গেল বা এরকম হয়ছে কোন সময়?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা: যে কিছু ছিল বা এরকম থাকেনা।

উত্তরদাতা:কারন আমরা তো ধরেন যখনই দিচ্ছি, প্রতি মাসেই যখন নাকি ঔষধটা আবার রিসিভ করি, তার আগেই আমার কি কি আছে ষ্টকে। এগুলা সব আমরা ডেট দেখিবা কতটা আছে একদম মাস শেষে

(৩৫:০০ মিনিট)

প্রশ্নর্কতা:আপনারা তো হচ্ছে ফ্যামিলি প্ল্যান সার্ভিস ফ্রি ওম্যানের। এনিমেলের তো এখানে কোন অপশনই নেই। ইয়ে নাই।

উত্তরদাতা:এটা হচ্ছে আলাদা, হেলথে আছে।

প্রশ্নর্কতা:আলাদা হেলথে আছে। না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। যেটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম আপা, আপনারা এখানে শুধু কি ধরনের সার্ভিস দেন? মানে শুধু হচ্ছে হিউম্যানের ফ্যামিলি প্ল্যানিং রিলেভেন্ট। ফ্যামিলি প্ল্যানিং সর্ম্পকিত।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এর বাইরে কি অন্য কিছু?

উত্তরদাতা:না। ফ্যামিলি প্ল্যানিং সাইড আর ধরেন যেমন, ফ্যামিলি, ঐতো মাও শিশু

প্রশ্নর্কতা:মাও বাচ্চা

উত্তরদাতা:ঐতো। গর্ভবতী

প্রশ্নর্কতা:গর্ভবতী, ওদেরকে দেন।

উত্তরদাতা:----

প্রশ্নর্কতা:গর্ভবতী দেখেন। আর এএনসি পিএনসি এগুলা বললেন।

উত্তরদাতা: এএনসি পিএনসি

প্রশ্নর্কতা:এর বাইরে এমনে সাধারন ট্রিটমেন্ট?

উত্তরদাতা:বললামনা খুব কম। এখানে আমাদের এখানে জেনেরাল পেশেন্ট খুব একটা আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আসেনা।

উত্তরদাতা:কারন এদিকে তো আমাদের এখানে আসেনা। যেমন যারা হয়তো ইনজেকশন নিতে আসছে। ওরাই আইসা ঔষধ চায়লো। আপা, জ্বর আসছে আমার ঠঅন্ডা লাগছে। ওদের দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আপনি কতদিন ধরে এই পেশায় আছেন আপা?

উত্তরদাতা:আমার

প্রশ্নর্কতা:চাকরি। টোটাল কতদিন হলো?

উত্তরদাতা:এইটি ফোর থেকে।

প্রশ্নর্কতা: এইটি ফোর। তাহলে কয় বছর হবে? ঐদিকে চব্বিশ

উত্তরদাতা:তেত্রিশ চৌত্রিশ

প্রশ্নর্কতা: তেত্রিশ চৌত্রিশ। বিশাল অভিজ্ঞতা। মানে অনেক অভিজ্ঞতা। আচ্ছা। মানে আপনি এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করার জন্য কোন ট্রেনিং পায়ছেন? আপনি বলছেন যে, অনেকদিন ট্রেনিং পায়ছেন? স্পেশালি এন্টিবায়োটিক মেডিসিনের উপরে

উত্তরদাতা:না। যেমন আপনার আলাদা না। কিন্তু যখন নাকি ট্রেনিং এ গেলে লাইগেশন টাইগেশন তখন আমাদের এটা

প্রশ্নর্কতা: এগুলা কারা? নিপোট বা কারা করে?

উত্তরদাতা:একবার নিছি নিপোটে আজিমপুর মেটানিটিতে হয়ছে। তারপর আপনার মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটিতে চারবারই হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা: আপনি কি কোন ধরনের মানে লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেছিলেন মানে মেডিসিন রিলেভেন্ট? ঐখানে যে পরীক্ষাগুলো হয়ছিল?

উত্তরদাতা:না। আর আমি কোন ট্রেনিং

প্রশ্নর্কতা:লিখিত পরীক্ষা হয়ছিল কোন?

উত্তরদাতা:এমনি আমাদের ঐসব মনে করেন এম আর ট্রেনিং এ গেছি। রিপ্রেশার ট্রেনিং এ গেছি। ঐগুলাতে গেছি। ঐগুলাতে হয়ছে। কিন্তু আলাদা মেডিসিনের উপর আমাদের কোন লিখিত ট্রেনিং হয়নি।

প্রশ্নর্কতা:বুঝতে পারছি। আর হচ্ছে মানে আপনাদের এটা তো গভমেন্ট এখানে লাইসেন্সের কোন বিষয় তো না। স্পেশালি আমরা এটা দোকানের জন্য করি। দোকানের লাইসেন্স আছে কিনা। আপনাদের এটা তো সরকারি। মানে ডিজি ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর আন্ডারে। তো এই ছিল আমার মোটামুটি আলোচনা। আপা আমি দুইটা বিষয়ে আমি একটু কথা বলি। সেটা হচ্ছে আপনি যে, মানে এন্টিবায়োটিক সচরাচর কোনটা বেশী লিখে থাকেন? আমাকে কাইন্ডলি একটু যদি বলেন।

উত্তরদাতা:আমরা বাইরে লিখিনা। আমরা

প্রশ্নর্কতা:না। আপনার যেগুলি আছে, ঐগুলিই আমাকে কাইন্ডলি

উত্তরদাতা:বাইরে আমরা লিখিনা। যেমন লাইগেশন

প্রশ্নর্কতা:এগুলা একটু যদি

উত্তরদাতা:আপনি লিখেন। আমি লাইগেশন রোগীকে এনএসবি টিউবেকটমিকে সিপ্রো দিচ্ছি।

প্রশ্নর্কতা:সিপ্রো।

উত্তরদাতা:হ্যা। সিপ্রেসিন। আর ধরেন নরমাল যে সাধারন রোগী যে আইইউডি, কপারটি

প্রশ্নর্কতা:এটা দিচ্ছেন কাদেরকে? লাইগেশন

উত্তরদাতা:লাইগেশন। হ্যা। লাইগেশন হচ্ছে আর এনএসবি হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা:এনএসবি।

উত্তরদাতা:আর ইয়েতে আপনার কি বলে

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, এনএসবির এভরিভিয়েশনটা কি?

উত্তরদাতা:এনএসবিসির?

প্রশ্নর্কতা: এভরিভিয়েশনটা

উত্তরদাতা:ননস্কাভল

প্রশ্নর্কতা: ননস্কাভল, ভি নাকি বি

উত্তরদাতা:ভি।

প্রশ্নর্কতা:ভিসেকটমি।

উত্তরদাতা:ভিসেকটমি

প্রশ্নর্কতা:নন?

উত্তরদাতা:স্কাভল ভিসেকটমি।

প্রশ্নর্কতা:স্কাভল। আচ্ছা। ননস্কাভল ভিসেকটমি। আপা তারপরে?

উত্তরদাতা:আর ধরেন আইইউডি। ইমপ্লানল, এগুলিকে আপনার

প্রশ্নর্কতা: আইইউডি।

উত্তরদাতা:ইমপ্লানল ওদেরকে এখন এইযে তারপর মনে করেন ওদের দিই আরকি। এমাক্সিসিলিন, ডক্সিন

প্রশ্নর্কতা:নরপ্লান।

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:নরপ্লান। (বাইরের কেউ - নরপ্লান এখন নেই। এখন ইমপ্লানল)

উত্তরদাতা:হ্যা। ইমপ্লানল। তারপর ধরেন এমআর। এগুলিদের আমরা ইয়ে দিই।

প্রশ্নর্কতা:এগুলিকে আপনারা কি দেন?

উত্তরদাতা:ডক্সি।

প্রশ্নর্কতা:ডক্সি

উত্তরদাতা:এমোক্সিসিলিন।

প্রশ্নর্কতা:এমোক্সিসিলিন। তারপরে? আর কি?

উত্তরদাতা:এই তিনটাই। আমাদের আর নাই।

প্রশ্নর্কতা:একটা বললেন সিপ্রো, একটা ডক্সি, একটা এমোক্সিসিলিন। আর কিছু দেন?

উত্তরদাতা: (বাইরের কেউ - মেট্রো আছে)

প্রশ্নর্কতা:মেট্রোনিডাজল।

উত্তরদাতা:সাধারন রোগীকে মেট্রো দিচ্ছি।

প্রশ্নর্কতা: :মেট্রোনিডাজল কাদেরকে কাদেরকে দেন? লাইগেশন

উত্তরদাতা:হ্যা। লাইগেশন রোগীকে দিচ্ছি, লিউকোরিয়া

প্রশ্নর্কতা:লিউকোরিয়া

উত্তরদাতা:আইইউডি পেশেন্টকে দিচ্ছি। তারপর

প্রশ্নর্কতা:আইইউডি।

উত্তরদাতা:তারপর সাদাস্রাব আরকি, লিউকোরিয়া অঅসলে ওদেরকে দিচ্ছি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। এদেরকে দিচ্ছেন। আর জেনারেল পেশেন্টকে আপা কি দিচ্ছেন? জেনারেল যারা সাধারন মা ও শিশু বললেন। বাচ্চাদেরকে

উত্তরদাতা:আয়রন ট্যাবলেট দিচ্ছি

প্রশ্নর্কতা:না। এটা না। এমোক্সিসিলিন, এন্টিবায়োটিক।

উত্তরদাতা:এইযে ডক্সি, এমোক্সিসিলিন এটাই। এছাড়া আর কিছু নাই। আর ইয়ে আপনার কট্রিম।

প্রশ্নর্কতা:কট্রিম কাদেরকে

উত্তরদাতা:এই ঠান্ডা জ্বর যারা আসে আপনার। ঠান্ডা কাশি জ্বর।

প্রশ্নর্কতা:কট্রামোক্সাজল। না?

উত্তরদাতা: কট্রামোক্সাজল।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে ফিবার, আর কি বললেন

উত্তরদাতা:ঠান্ডা কাশি জ্বর।

প্রশ্নর্কতা:কোল্ড, কাফ। কোল্ড, এদেরকে দিচ্ছেন। তো সবচেয়ে সচরাচর মানে কোন কোন মেডিসিনগুলো বেশী প্রেসক্রাইব করে থাকেন এন্টিবায়োটিক? এগুলা সবগুলাই দেন নাকি হচ্ছে যে কোনটা কম দেন বা বেশী দেন এরকম?

উত্তরদাতা:না। ডক্সি সাপ্লাই আমাদের কম। মনে করেন একশো বা দুইশো মাসে পাই। এমোক্সিসিলিনও তিনশো। এই লিমিটেডের মধ্যে আরকি আমাদের দিতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে এগুলা সবগুলা প্রেসক্রাইব করেন? সবগুলাই দিয়ে থাকেন। আচ্ছা। আরেকটা হচ্ছে যে আপনাদের এখানে যে মেডিসিনটা যে আসে আপা। এটা আসার ফ্লো টা যদি একটু আমাকে বলেন কিভাবে মানে সাপ্লাইটা পান মেডিসিনের?

উত্তরদাতা:এটা তো ...ভাই বলতে পারবে।

প্রশ্নর্কতা:বুঝতে পারছি। মানে আপনি তো জানেন বিষয়টা। তারপরেও আপনি যদি একটু বলেন। যেমমন প্রথমে এটা কোন জায়গা থেকে আসে? এসেনশিয়াল ড্রাগ থেকে আসে এটা?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা: এসেনশিয়াল ড্রাগ থেকে কোথায় আসে এটা?

উত্তরদাতা:প্রথমে আসে আপনার, এটা তো গাজীপুরে আসেনা। সরাসরি এখানে চলে আসে।

প্রশ্নর্কতা:এখানে আসে। মানে আপনাদের নামে ইসু করে?

উত্তরদাতা:আমাদের ইয়ে তেজগাও। আমাদের হেড অফিস থেকে আসে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এইযে ডিজি ফ্যামিলি প্ল্যানিং? কাওরান বাজার যেটা?

উত্তরদাতা:কাওরান বাজার থেকে আসে।

প্রশ্নর্কতা:ঐখান থেকে কোথায় আসে?

উত্তরদাতা:আমাদের এখানে আসে।

প্রশ্নর্কতা:এখানে সরাসরি চলে আসে। মানে আপনাদের

উত্তরদাতা:যার যার ভাগেরটা সরাসরি চলে যায়।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে মান্থলি

উত্তরদাতা:ধরেন গাজীপুরেরটা গাজীপুরে, কালিগঞ্জেরটা কালিগঞ্জে। এখানেরটা এখানে।

প্রশ্নর্কতা:তো মান্থলি আপনার, মাসে পান নাকি ছয়মাসে বা এক বছরে?

উত্তরদাতা:না। আমাদের ঔষধটা তো মাসে মাসে।

প্রশ্নর্কতা:মাসে মাসে কতগুলো এন্টিবায়োটিক পান টোটাল? যে চারটা আইটেম বললেন?

উত্তরদাতা:এটা ধরেন আমাদের, উনাদের ইয়ের উপর।

প্রশ্নর্কতা:প্রতি মাসে কি আলাদা হয় নাকি একই?

উত্তরদাতা:একই ম্যানুয়াল।

প্রশ্নর্কতা:সিপ্রো কতগুলো পান আপা?

উত্তরদাতা:সিপ্রো ডেইলি পাইনা। সব মাসে পাইনা।

প্রশ্নর্কতা:পাননা। সিপ্রোসিন

উত্তরদাতা:আমার যদি মনে করেন স্টকে দুইশো থাকে, সে মাসে আর সিপ্রো পাইনা।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনাদেরকে জানাতে হয় তাদেরকে?

উত্তরদাতা:হ্যা। একটা চাহিদা দিই।

প্রশ্নর্কতা:চাহিদা, ডিমান্ড লেটার বা নোট দেন।

উত্তরদাতা:প্রতিমাসে এটা দিই। এক তারিখে চাহিদাটা দিয়ে দিই। চাহিদার উপর

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ডক্সি, এমোক্সিসিলিন এগুলা কতগুলা পান আপা?

উত্তরদাতা:ডক্সি পাই মনে করেন একশো,

প্রশ্নর্কতা:এমোক্সিসিলিন

উত্তরদাতা: এমোক্সিসিলিন তিনশো।

প্রশ্নর্কতা:মেট্রোনিডাজল?

উত্তরদাতা: :মেট্রোনিডাজল তিনশো।

প্রশ্নর্কতা:তিনশো। আর হচ্ছে কট্রামোক্সাজল

উত্তরদাতা: কট্রামোক্সাজল দুইশো।

প্রশ্নর্কতা:দুইশো। এগুলা দিয়ে আপনার যে পেশেন্টগুলা আপনারা ইয়ে করেন, সেগুলা কি ফুলফিল হয়?

উত্তরদাতা:চলে।

প্রশ্নর্কতা:চলে? অঅর কোন ক্যাম্প হয়? আপনাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর কোন ক্যাম্প?

উত্তরদাতা:হ্যা। অবশ্যই।

প্রশ্নর্কতা:এটা কতদিন পরপর হয়? ক্যাম্প?

উত্তরদাতা:আমাদের মান্থলি মিটিঙে এটার ডেট দেওয়া থাকে। ডেট দেয়। ম্যাডাম যে ডেট দেয় তখন এটা হয়। প্রত্যেক মাসেই হচ্ছে। দুইটা তিনটা ক্যাম্প হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা তো আপা এই ছিল অআার আলোচনা মোটামুটি। অনেকগুলা বিষয় আপনার থেকে জানতে পারলাম। তো আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। তো আপনাদের এইযে ডিজিফ্যামিলি প্ল্যানিং এর ইয়ে আছেন আপনাদের ভিজিটর এফডব্লিউ হিসাবে কর্মরত আছেন। সবার সুস্বাস্থ্য এবং ভালো কামনা করি। তো আমার জন্য দোয়া করবেন।

উত্তরদাতা:অবশ্যই। ইনশাল্লাহ।

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতা:ভালো থাইকেন।

(৪২ মিনিট ৪০ সেকেন্ড)

Category: Human Antibiotics

List of Antibiotics (Drug Shop)						**Group of Antibiotics (Most commonly prescribed)**			
Sl. No.	**Name of Antibiotics**	**Generation**				**Sl. No.**	**Name of Antibiotics with Groups**	**Diseases/Treatment**	**Remarks**
		1	**2**	**3**					
1.	Ciprofloxacin 500 mg		√			1.	Ciprofloxacin 500 mg	Ligation, NSV	
2.	Amoxicillin 250 mg	√				2.	Amoxicillin 250 mg	Implants, IUD, MR,	
3.	Metronidazole BP	√				3.	Metronidazole BP	Ligation, Leukorrhea, IUD	
4.	Doxycycline	√				4.	Doxycycline	IUD, MR, Implants	
5.	Cotratimosol	√				5.	Cotratimosol	Fever, Cold, Caugh	

----------00000000000000000----------